দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার গুরুত্ব

একটি দেশের অগ্রগতির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন দেশের বিশেষত উন্নত দেশগুলোর উন্নতি তার জনগোষ্ঠীর শিক্ষার কারণেই সম্ভব হয়েছে একথা এক রকম নিশ্চিত করেই বলা যায়। কথায় আছে—

'মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা
ভার্য্যার সমান নাই শরীর তোষিকা
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা।

বস্তুত শরীরের প্রকৃত ভূষণ হিসাবে বিদ্যার বিকল্প কল্পনাও করা যায় না। মূল্যবান বেশভুষা, টাকা-পয়সা, গহনাগাটি চোর ডাকাতের দ্বারা সহজেই হস্তান্তরিত হতে পারে কিন্তু অর্জিত বিদ্যার আমৃত্যু ক্ষয় নাই। পিতা-মাতাকে অধিক তাকিদ দেওয়া হয়েছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়ার। অতীতে ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ পোশাক-আশাক ও শিক্ষা-দীক্ষায় অভিভাবকরা যেটুকু করতেন সে তুলনায় ইদানীং ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতার কাছ থেকে অধিক পরিমাণে মনোযোগ পাচ্ছে তা জোর করেই বলা যায়। আজকাল তো ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া, ফেরত আনা এমনকি ২/৩ ঘন্টা স্কুল চলাকালে কর্মহীন মায়েদের এটা প্রাত্যহিক রুটীনের মতই দেখা যায়। আজকাল প্রয়োজনের তাকিদে দেশের আনাকানাচে বহু কিণ্ডার গার্টেন ও প্রিক্যাডেট স্কুল গড়ে উঠেছে। এগুলো দেশের অন্যান্য বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী। এসব স্কুলে ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার পরিবেশ কিছুটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বটে। এগুলোতে তুলনামূলকভাবে ছেলেমেয়েদের বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বেশী। এই বর্ধিত ব্যয়ের বোঝা পিতা-মাতারা কষ্ট করেও বহন করে আসছেন শুধু এই আকিঞ্চনে যে, একটি ভাল স্কুলে ও ভাল পরিবেশে ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে। ইসলাম ধর্মে তো শিক্ষার প্রতি এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, "প্রয়োজনে বিদ্যা শিক্ষার জন্য চীন পর্যন্ত যাও"।

৫/৭ বছর বয়সে যখন ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শুরু হওয়ার কথা সে সময় যদি বাধ্যতামূলকভাবে সুনীতি ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় তাতে ছেলেমেয়েদের নৈতিক জীবন গঠন সহজসাধ্য হয় এবং বয়স বাড়বার সাথে সাথে তাদের প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন গঠনে সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে। এ ধরনের ছেলেমেয়েরা কদাচিৎ বিপথগামী হয়।

প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নীতিজ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং এ ধরনের লোকের পক্ষে কোন গর্হিত কাজ করা এক প্রকার অসম্ভব। আজকাল সমাজে যে নৈতিক অস্থিরতার প্রসার তার বেশীর ভাগই প্রকৃত শিক্ষার দৈন্যতার দরুন। অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র কর্মহীন ছেলেমেয়েদের প্রায়ই দেখা যায়, অসামাজিক কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকতে।

আশার কথা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিষেধক হিসাবে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন যাতে শিক্ষার মূল স্রোতের সঙ্গে বর্ধিতসংখ্যক জনগোষ্ঠী মিলিত হয় এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে।

এক্ষণে জাতির প্রত্যাশা শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি সমাজ দেহ থেকে যেসব অসামাজিক কার্যকলাপ দুষ্ট ব্যাধির মত সমাজ তথা দেশকে আশংকাজনক হারে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আইন-শৃংখলা বাহিনীর কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল করে তা রোধের সক্রিয় ব্যবস্থা দেওয়া উচিত।

—কাজি তানজিনা রিয়াজ,